দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 17 SEP 2017
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

শতভাগ সাক্ষরতার হার কবে অর্জিত হইবে

বহু বৎসরের বহু কর্মসূচির পর বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা আশানুরূপ নহে। একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সাক্ষরতার উচ্চহার অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত উন্নয়নকে টেকসই করিতে হইলে ইহার কোনো বিকল্প নাই। ইউনেস্কোর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৬১.৫ শতাংশ, অথচ দক্ষিণ এশিয়ারই অন্য দেশ যেমন শ্রীলঙ্কার সাক্ষরতার হার ৯২.৬ শতাংশ, মালদ্বীপের ৯৯.৩ শতাংশ, ভুটানের ৬৪.৯ শতাংশ, নেপালের ৬৪.৭ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে কেবল পাকিস্তান (৫৬.৪ শতাংশ) এবং আফগানিস্তান (৩৮.২ শতাংশ) সাক্ষরতার হারে বাংলাদেশ হইতে পিছাইয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১১ সালে ৭ বৎসরের ঊর্ধ্বে সাক্ষরতার হার ছিল ৫৫.৮ শতাংশ, ২০১৫ সালে তাহা হইয়াছে ৬৩.৬ শতাংশ। আর ১৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে ২০১১ সালে ছিল ৫৮.৮ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৬৪.৬ শতাংশ। তবে এই বৎসরের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে গণশিক্ষা মন্ত্রী দাবি করিয়াছেন, বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। যদিও ২০১১ সালের পর বিবিএসের উদ্যোগে আর কোনো জরিপ হয় নাই, তবুও মন্ত্রী মহোদয় 'বিভিন্ন অগ্রগতির কারণে' এই হারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সাক্ষরতার হারের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে আমাদের হাতে না থাকিলেও উপাত্ত যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা প্রয়োজনারূপ নহে। আমরা যেইরূপ উন্নয়নের ধারায় রহিয়াছি তাহাতে আমাদের সাক্ষরতার হারটি আরও অধিক হওয়া উচিত। শিক্ষার মানের প্রশ্নটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দেশের শিক্ষার মান লইয়া নানান প্রশ্ন রহিয়াছে। কিন্তু সাক্ষরতার বিষয়টি একেবারেই প্রাথমিক এবং জরুরি বিষয়। জনগণকে অধিক পরিমাণে উন্নয়নের ধারায় যুক্ত করিতে হইলে তাহাদের সকলকেই শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। সেই হিসাবে ৬০ কিংবা ৭০ শতাংশ সাক্ষরতার হার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার কোনোই সুযোগ নাই। নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরালে বাংলাদেশ সরকারের রহিয়াছে গণসাক্ষরতা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ন্যায় কর্মসূচি। পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও রহিয়াছে নানান কর্মসূচি। যেহেতু সাক্ষরতা বৃদ্ধির বর্তমান কর্মসূচিগুলি দ্বারা কাঙ্ক্ষিত স্তরে উন্নীত হওয়া যাইতেছে না, তাই বিদ্যমান কর্মসূচিগুলি মূল্যায়ন করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার সীমাবদ্ধতাগুলি কোথায়? সেই সীমাবদ্ধতা দূর করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইতে হইবে।

ইউনিসেফের এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৭১ সালে আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করি তখন বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৬.৮ শতাংশ। ১৯৭৪ সালে এই হার উন্নীত হয় ২৫.৯ শতাংশে। ১৯৯১ ও ২০০১ সালে এই হার দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৫.৩ ও ৪৭.৯ শতাংশ। এইকথা ঠিক আমাদের সাক্ষরতার হার হ্রাস না পাইয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু শতভাগ সাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সন্তুষ্ট হইবার কোনো উপায় নাই। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নাই যাহারা শতভাগ সাক্ষর, কিন্তু অনুন্নত। আমরা যদি অর্থনৈতিক উন্নতির নিম্ন মধ্যম পর্যায় হইতে উচ্চ মধ্যম পর্যায়ে পৌঁছাইতে চাই, তাহা হইলে সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও ন্যূনতম শিক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। পাশাপাশি শিক্ষার মানরক্ষার বিষয়টিও এইক্ষেত্রে গুরুত্বের সহিত বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...
তারিখ...
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এম.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর